SEC- ~~II~~ I

3RD SEM DSC,

18.Q. নির্জোট আন্দোলনের কার্যাবলী ও মূল্যায়ন। (10)

P-1

বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পদ্ধতি হিসাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির কাছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন অবলম্বন [illegible]। প্রথমের দিকে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন প্রতিবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি তাদের বিরূপতা প্রকাশ করে। তবে N.A.M কে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়, এবং N.A.M কে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নেয়। উল্লেখ্য জোট নিরপেক্ষতার সমর্থন রাষ্ট্রগুলিও প্রথমের দিকে একটি স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৬১ এর বেল গ্রেড সম্মেলনের পর থেকে N.A.M এর সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর N.A.M এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিদেশ মন্ত্রীরা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখে ফলে আন্দোলন হিসেবে N.A.M আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। বর্তমানে ১১৫ টি স্বাধীন দেশ N.A.M এর সদস্য অর্থাৎ পৃথিবী সমূহ স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ N.A.M এর সদস্য,

রাষ্ট্রীয় স্তরে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে N.A.M. এর মধ্যে বিশেষ স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা রয়েছে। অথবা কোন কঠোর শর্ত সদস্যদের ওপর আরোপিত না থাকায় তারা N.A.M এর মধ্যে নিজেদের সহজভাবে মেনে । স্থানীয় আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী এই তিন স্তরের পরিস্থিতি N.A.M কে একটি যৌথ কূটনীতির রূপ দিয়েছে, ফলে এই কূটনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তারা ছাপ ফেলাতে সমর্থ হয়েছে। বিদ্যমান সামরিক জোটগুলি N.A.M. কে খোলামনে গ্রহণ না করলেও জোট নিরপেক্ষতার গুরুত্বকে তারা উপেক্ষা করতে পারেনি, এই প্রসঙ্গে আবারও উল্লেখ্য ঠান্ডা লড়াইয়ের পর্বে বিভিন্ন N.A.M ভুক্ত রাষ্ট্র উভয় শিবিরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফকল্যান্ড ও ইন্দো-চীন প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার জন্য সম্মেলনে আহুত হয়েছে এবং তারা [illegible] দায়িত্ব পালন করেছে।

N.A.M এর বিশেষ কর্তৃত্ব এই যে N.A.M দুই শিবিরের সংঘর্ষের তত্ত্বকে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করেছে। বিবদমান দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সহাবস্থানে উপনীত হওয়ার বিষয়টি নির্জোট আন্দোলনের অবদান স্মরণ করায়।

N.A.M অস্ত্র প্রতিযোগিতার কুফল এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্ব চেতনা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য N.A.M ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের কারণে Arms race বিরোধী হলেও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ বিরোধী হয়েছে। অগ্রবর্তী রাষ্ট্রগুলির অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধির বিষয়টি নৈতিক মূল্যবোধের কারণে বিরোধী হলেও হয়েছে, এক্ষেত্রে N.A.M এর আন্দোলনে পুরোপুরি সফল কার্যকর হয়েছে। N.A.M এর যৌথ সহযোগিতা তৃতীয় বিশ্বকে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের যন্ত্রণার থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল, এক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও N.A.M একটি স্তরে সমার্থবাচক হাজির হয়েছিল।

মানব অধিকার নিশ্চিত আমাদের পৃথিবীতে আলোচনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে N.A.M এর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শক্তির বিরুদ্ধে N.A.M এর ধারাবাহিক প্রতিবাদ এবং সেখানকার বিরোধীয় শ্বেতাঙ্গ সরকার শেষপর্যন্ত পরাস্ত হয়েছে।

২ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব সংযত করার ক্ষেত্রে N.A.M এর ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্য অনস্বীকার্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধা ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলি আধিপত্য এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ অদ্যাবধি অপসারিত হয়নি, তবে দেখা গেছে নির্জোট আন্দোলনের অংশীদার রাষ্ট্রগুলির এইসব বিষয় নিয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদের চাপ সৃষ্টিকারী একটা গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে চলেছে, এবং তাদের block বার্গেনিং এর কারণে অনেক সময় বৈষম্যমূলক নীতিগুলিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখ্য নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশগুলির মধ্যে এখনও পুরোপুরি রাজনৈতিক ঐক্য লক্ষ্য করা যায় না, তবে কার্যক্ষেত্রে তাদের নিজেদের সহযোগিতা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সার্থক হয়েছে। N.A.M এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই N.A.M কোন দেশের স্বাধীন অবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করেনি, ফলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ক্ষমতা রাজনীতি ও কাঠামো বিন্যাসে N.A.M এর অস্তিত্ব একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে।

* * *

HISTORY, SEC – I, THE MAKING OF
INDIAN FOREIG POLICY
3RD SEM – DSC

Uttam Chakraborty.
Nararjole Raj College.
Dept. of history.